মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যা ঃ ১০৬ | বর্ষঃ ১২ | ডিসেম্বর-২০১৭

মাদকবিরোধী ক্যাম্পেইন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মাদকবিরোধী ক্যাম্পেইন ও আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

গত ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে আশা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে মাদকবিরোধী ক্যাম্পেইন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ। আশা ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাদকবিরোধী ক্যাম্পেইন ও আলোচনা সভায় ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, কর্মকর্তাগণ ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনের কান্ডারী। আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনে দেশ পরিচালনা করবে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করে সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে হবে। নেশা থেকে দূরে থাকতে হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করেছেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

মাদকবিরোধী ক্যাম্পেইন ও আলোচনা সভায় উপস্থিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'নোডাল এজেন্সী' হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নানা রকম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মাদক নিয়ন্ত্রণে অধিদপ্তরের সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, মাদক বিনোদনের মাধ্যম নয়, আত্মহননের পথ। তিনি মাদকের সংস্পর্শ থেকে দূরে থেকে সঠিকভাবে লেখা-পড়া শিখে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

আশা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং শিক্ষার্থীদের সাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ বলেন, মাদক নেশা থেকে সকলকে দূরে থাকতে হবে। সঙ্গদোষে অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। যাদের নেশার অভ্যাস আছে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তিনি আরোও বলেন, যে মাদক অফার করে সে কখনও বন্ধু হতে পারে না। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে মাদকমুক্ত থেকে সুস্থভাবে সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আশা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

আয়কর মেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ

আয়কর মেলায় মিডিয়ার সাথে কথা বলছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

গত ১ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ঢাকাস্থ আগারগাঁও- এ ৪ দিন ব্যাপী জাতীয় আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আয়কর মেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩টি কর্ম-কৌশলের একটি হলো চাহিদা হ্রাস। মানুষের বিবেক, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটিয়ে পারিবারিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পর্যায়ে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মাদকের চাহিদা হ্রাসের উদ্দেশ্যই আয়কর মেলায় অংশগ্রহণ।

মেলায় আগত বিভিন্ন স্তরের লোকদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে জানানো, মাদকবিরোধী লিফলেট, পোস্টার, স্টিকারসহ পুস্তক-পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। জাতীয় আয়কর মেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ এর আহ্বান ছিল- সবাই মিলে দিবো কর, মাদক পরিহারে দেশ হবে স্বনির্ভর। মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, উন্নত সমাজ তৈরির জন্য আমাদের কর দেয়া উচিত। আহরিত কর মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয়, দেশের উন্নয়নে ব্যয় হয়।

সমস্ত উন্নয়ন মিথ্যা পর্যবসিত হবে যদি সমাজকে আমরা সুস্থ রাখতে না পারি। সেজন্যই যদি আমরা মাদকমুক্ত সমাজ তৈরি না করি তাহলে কর দিয়েও আমরা ভাল সমাজ তৈরি করতে পারব না। সেই হিসেবে আমরা বলছি সবাই মিলে দিব কর, মাদকাসক্তিমুক্ত দেশ হবে স্বনির্ভর।

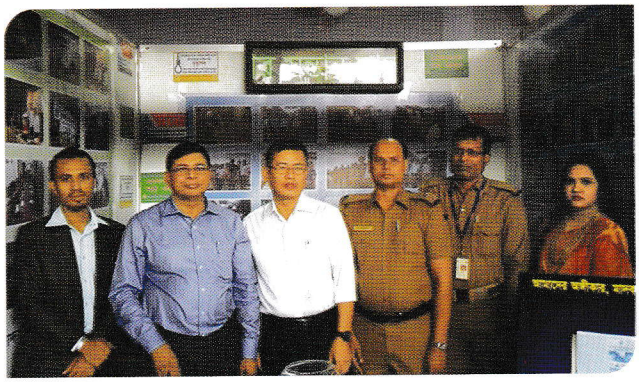

আয়কর মেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের স্টলে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ

২২ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্লানের Universal Treatment Curriculum অনুসরণে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও রিকভারি এডিক্ট এবং সমাজসেবকদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি কারিক্যুলাম এবং কনটিনিউয়াম অব কেয়ার বিষয়ের ওপর ২২ তম ব্যাচে ১৪ নভেম্বর ২০১৭ হতে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ
মহাপরিচালক

সম্পাদক : সৈয়দ তৌফিক উদ্দিন আহমেদ
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

সংখ্যা : ১০৬
বর্ষ : ১২
ডিসেম্বর : ২০১৭

২২তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

২২তম ব্যাচের ইকো প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম

নভেম্বর/২০১৭ মাসে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী কর্মসূচি পালন করা হয় তার কিছু সংবাদচিত্র :

নোয়াখালীতে মাদকবিরোধী সাইকেল র‍্যালী

'মাদকমুক্ত সুন্দর দেশ' 'তরুণরাই গড়বে বাংলাদেশ' ও 'মাদককে না বলুন' এই শ্লোগানকে ধারণ করে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নোয়াখালীর উদ্যোগে একটি সাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে সকাল ১০ টায় শোভাযাত্রাটি নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে সোনাপুর-মাইজদী বাজার-নোয়াখালী সরকারি কলেজ হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এসে শেষ হয়।

মাদকবিরোধী সাইকেল শোভাযাত্রাটির উদ্বোধন করেন নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক মোঃ মাহবুব আলম তালুকদার। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক চৌধুরী ইমরুল হাসান। অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করেছে জাগরণ ফাউন্ডেশন, জীবনধারা বাংলাদেশ ও তারুণ্য সাইক্লিস্ট নামীয় সংগঠন। শোভাযাত্রায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

রাজধানীর বারিধারায় মাদকবিরোধী অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মর্তুজা

'আর নয় মাদক এই হোক প্রত্যয়' স্লোগানে ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে সকালে রাজধানীর বারিধারায় মাদকবিরোধী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলো প্রত্যয় মেডিকেল ক্লিনিক। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় দলের ক্রিকেটার এবং ওয়ানডে দলের দলপতি মাশরাফি বিন মর্তুজা। আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের চীফ কনসালট্যান্ট ডাঃ সৈয়দ ইমামুল হোসেন ও প্রত্যয় মেডিকেল ক্লিনিকের চেয়ারম্যান জনাব নাজমুল হক।

আইনমন্ত্রী, জাতীয় দলের জনপ্রিয় ক্রিকেটার, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের চিফ কনসালটেন্টসহ আগত অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী বলেন, 'দেশের উন্নয়নের এই মহালগ্নে মাদক একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। আর এই সমস্যা সমাধানে শুধু আইন প্রয়োগই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা ও প্রতিরোধ।'

আমাদের অঙ্গীকার
মাদকমুক্ত পরিবার

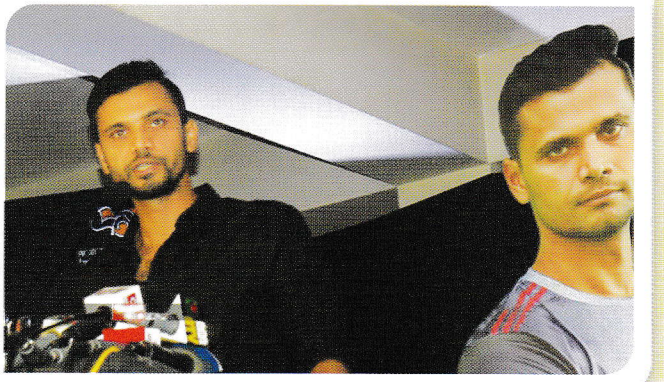

জনপ্রিয় ক্রিকেটার মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করেন

জনপ্রিয় ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মর্তুজা বলেন, জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয় 'মাদক'। মাদকের মরণ ছোবলে দেশের বহু তরুণ আজ স্বাভাবিক জীবন থেকে নির্বাসনে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে তরুণদের এই নির্বাসন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ফলছে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব।

প্রাণঘাতী মাদকের ফাঁদে পা দিয়ে কত মা তার সন্তান হারা হয়েছেন, কত বাবার কাঁধে উঠেছে সন্তানের লাশ তার কোন ইয়াত্তা নেই। সে বিষয়টিকে অনুধাবনপূর্বক মাদকবিরোধী আন্দোলনে নেমেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের ওয়ানডে দলপতি মাশরাফি বিন মর্তুজা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাশরাফি বলেন, 'মাদক বিষয়টিই স্পর্শকাতর। যার সাথে জড়িয়ে আছে বন্ধুত্বের জায়গা, একটি পরিবার, পরিবেশ ও দেশ। এটা একটা ভাইরাসের মতো। যা কিনা ঢুকলেই ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ জাতীয় দলের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলে অনেকদিন অধিনায়কত্ব করেছি। এখন আর টি-টোয়েন্টিতে নেই। শুধু ওয়ানডেতেই অধিনায়কত্ব করছি। আমি ক্রিকেট সেক্টরেই যতটুকু দেখেছি যে এখন যারা ভালো করছে বা দেশকে ভাল অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে তাদের অধিকাংশেই তরুণ এবং তারা অনেক ভালো করছে।'

মাশরাফি আরও বলেন, 'এমন প্রতিটি সেক্টরের দিকে তাকালে দেখবো আমাদের যুব সমাজরা ভাল করছে। এই যুব সমাজের মাধ্যমেই আমরা সারা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছি। কষ্টের জায়গাটিও এখানেই যে আজ যারা মাদক গ্রহণ করছে তাদের অধিকাংশই যুব সমাজ এবং তারা কিন্তু চাইলেই তাদের জীবন বদলাতে পারে। হয়তো তারা ভুল করেছে। আমাদের উচিৎ হবে তাদের ভুল শুধরে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা। তাদের দূরে ঠেলে না দিয়ে পরিবার থেকে পরামর্শ দিতে হবে। কাছের মানুষরা যদি না বোঝায় তাহলে তাদের ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আসুন আমরা তাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনি।'

এর আগে উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রত্যয় মেডিকেলের চেয়ারম্যান বলেন, মাদক আজ বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা। প্রত্যয় মেডিকেল বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র জনসচেতনতা ও সর্বাত্মক প্রতিরোধই সমাধানের একমাত্র পথ।

> "মাদক বিনোদনের মাধ্যম নয় আত্মহনন পথ।"

অপারেশনাল কার্যক্রম

মহাপরিচালকের নেতৃত্বে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান

অভিযানে মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্যান্য সদস্যরা

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী নাদিম হোসেন ওরফে পঁচিশসহ ৭ জনকে আটক করা হয়েছে। বাকি আটককৃত ৬ জন হলো চাঁদনি বেগম, সাবিনা বেগম, মোঃ জনি, মোঃ সোহেল, আবদুল মতিন ও দেলোয়ার হোসেন।

৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প, কারওয়ান বাজারের রেলওয়ে বস্তি ও গুলিস্তান এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে যৌথ টাস্কফোর্সের অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ২০৬ টি ইয়াবা, ৭১০ বোতল ফেনসিডিল, বিয়ার, বিদেশি মদ, গাঁজা ও সাড়ে ১৭ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।

শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী নাদিম হোসেন ওরফে পঁচিশ আটক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় জানান, সকালে জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালানো হয়। এ সময় শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী পঁচিশ, চাঁদনি, সাবিনা, জনি ও সোহেলকে আটক করা হয়। এরা সকলেই তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী।

কারওয়ান বাজার এলাকায় যৌথ টাস্কফোর্সের অভিযান

আটককৃত ৫ জনের কাছ থেকে ইয়াবা, বিয়ার, বিদেশি মদ, গাঁজা ও সাড়ে ১৭ হাজার টাকা জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে কারওয়ান বাজার এলাকা থেকে বেশ কিছু মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও বিকেলে রাজধানীর গুলিস্তানের কাজী আলাউদ্দিন রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৭১০ বোতল ফেনসিডিলসহ আব্দুল মতিন ও দেলোয়ার হোসেনকে আটক করা হয়। এসব ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়।

হারমোনিয়ামের ভেতর থেকে ২০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার, একজন গ্রেফতার

প্রেস ব্রিফিংয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

রাজধানীর কাকরাইলে হারমোনিয়ামের ভিতর থেকে ২০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা কার্যালয়ের কর্মকর্তারা। এ সময় ইসহাক হোসেন টগর (২৮) নামে এক যুবককে আটক করা হয়। ১৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে (বৃহস্পতিবার) দুপুর বেলায় কাকরাইল এস এ পরিবহণের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় সংবাদ সম্মেলনে জানান যে, সময়ের সাথে সাথে তাদের চাতুর্যের পরিসীমা বেড়ে যাচ্ছে। তারা এক সময় এক এক বাহনের আশ্রয় নিচ্ছে এবং এক এক সময় এক এক কৌশল অবলম্বন করছে। তবে আমাদের গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে প্রায় বড়া বড়ই সনাক্ত করছি তাদের।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টিম নেতৃত্ব দানকারী কর্মকর্তা বলেন কক্সবাজার থেকে এস এ পরিবহনের মাধ্যমে হারমোনিয়ামের ভিতর বিশে প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করে ঢাকায় ইয়াবা পাচার করছে একটি চক্র এমন তথ্য ছি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা টিমের কাছে। এ তথে ভিত্তিতে ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ (বুধবার) রাত থেকেই কাকরাইলস্থ এস

পরিবহনের আশেপাশে বিভিন্ন ছদ্মবেশে অবস্থান নেন কর্মকর্তারা। তাদের নজরদারিতে দেখতে পান সকাল পৌনে ৯ টায় এস এ পরিবহনের কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী কভার্ডভ্যান প্রবেশ করে। মাল খালাসের সময় কৌশলে টিমটি পার্সেলগুলো দেখে নেয়। অপেক্ষা করতে থাকে পার্সেলটার রিসিভারকে আটক করার জন্য দুপুর ১ টার দিকে ইসহাক হোসেন টগর (২৮) নামে এক যুবক চালানটি রিসিভ করতে আসে। এ সময় তাকে আটক করা হয়।

হারমোনিয়ামের ভিতর থেকে ২০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ আটককৃত ব্যক্তি

ঢাকা গোয়েন্দা কার্যালয়ের সুপার ফজলুল হক খান বলেন, পার্সেলে দুটি হারমোনিয়াম ছিল। সেগুলো তল্লাশী করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রক্ষিত ২০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। আটক ইসহাক হোসেন টগরকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় টেকনাফের মোঃ হেলাল নামক এক ব্যক্তি ইয়াবার চালানটি ঢাকায় সরবরাহ করেছে।

চট্টগ্রামে যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিয়ার ও মদ উদ্ধার

উদ্ধারকৃত বিপুল পরিমাণ বিয়ার ও মদ

৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গা থানার দক্ষিণ পতেঙ্গায় ৩ মাদক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে যৌথ অভিযান চালিয়ে ৩৯২ টি বিদেশী ক্যান বিয়ার ও ২৩ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় কাউকে আটক করা যায়নি।

এদিন দুপুরে র‍্যাব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কোস্টগার্ড, আনসার, এপিবিএন, এনএসআই ও ডিজিএফআই ও জেলা প্রশাসন এই যৌথ অভিযান চালায়।

অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাইমা ইসলাম। এছাড়াও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালক ফজলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

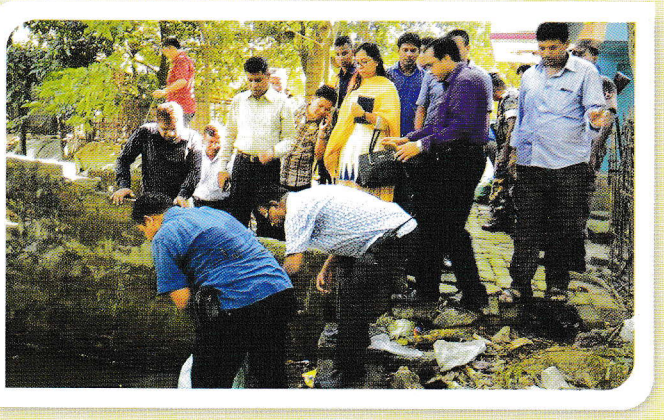

যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিয়ার ও মদ উদ্ধারকালীন সময়

বিষয়টি নিশ্চিত করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম মেট্রো, জনাব শামীম আহমেদ জানান, চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ফারুক, জাহাঙ্গীর ও রফিক এর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যায়। তাই কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

সাড়ে ১৪ হাজার ইয়াবাসহ একটি ইয়াবা সিন্ডিকেটের ৫ সদস্যকে আটক

১৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ একটি ইয়াবা সিন্ডিকেটের ৫ সদস্য আটক

নগরীর পাহাড়তলী থানাধীন সরাইপাড়া কাজীর দীঘি এলাকা থেকে সাড়ে ১৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ দুপুর ১টায় চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালক, জনাব শামীম আহম্মেদের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম মেট্রো, জনাব শামীম আহমেদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছদ্মবেশে অভিযান চালিয়ে কাজীর দীঘি এলাকার ৩৬৪০ নম্বর হোল্ডিংয়ের জাফর আহমেদের বিল্ডিংয়ের পঞ্চম তলার ১ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে মাদক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের ৫ জনকে গ্রেফতার

করা হয়। তারা হলেন আবু সৈয়দ (৫৫), মোঃ আলী হোসেন (৪৫), গিয়াস উদ্দীন (২৬), নুরুল ইসলাম (২৮) ও আবুল কাশেম (৪০)। তাদের কাছ থেকে সাড়ে ১৪ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের কোতোয়ালি সার্কেল পরিদর্শক এসএম শামসুল কবীর বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে অবৈধভাবে ইয়াবা বহন ও বিক্রির উদ্দেশ্যে সংরক্ষণের দায়ে পাহাড়তলী থানায় তাদেও বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

চট্টগ্রাম মেট্রো অঞ্চলের উপ-পরিচালক, জনাব শামীম আহমেদ জানান, তারা একটি শক্তিশালী মাদক পাচার চক্রের সদস্য। চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্থানে ইয়াবা পাচারের কাজ করে আসছিল। দীর্ঘদিন ধরে গোপন নজরদারির পর পুরো চক্রকে একসঙ্গে গ্রেফতার সম্ভব হয়।

রাজধানীতে ২২ মাদক ব্যবসায়ী আটক

আটককৃত ব্যক্তি বর্গ

৬ নভেম্বর ২০১৭ থেকে ৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের সদস্যরা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ৩৩৫০ পিস ইয়াবা, ২১০০ এ্যাম্পুল লুপিজেসিক ইনজেকশন, ৬০ বোতল ফেন্সিডিল ও ৬ কেজি গাঁজাসহ ২২ জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারপূর্বক সংশ্লিষ্ট থানায় ১৬ টি নিয়মিত মামলা দায়ের করে। এছাড়া

আটককৃত ব্যক্তি

মাদকবিরোধী চলমান সাড়াশি অভিযান সাড়াশি অভিযানে জেলা প্রশাসন, ঢাকা এর বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে রাজধানীর বিভিন্ন মাদক স্পটগুলোতে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়।

টেকনাফে ৪০ হাজার পিস ইয়াবাসহ ৫ রোহিঙ্গা আটক

৪০ হাজার পিস ইয়াবাসহ ৫ রোহিঙ্গা আটক

২২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কক্সবাজারের টেকনাফের হ্নীলা জামাল মার্কেটে অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা মূল্যের ৪০ হাজার পিস ইয়াবাসহ ৫ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। আটককৃতরা হলেন, মিয়ানমারের মংডু এলাকার মোঃ সালামের ছেলে নুরুল ইসলাম (২৫), বায়তুল্লাহ (৩০), নাজির হোসেনের ছেলে রশিদ আহমদ (২৭), সৈয়দ হোসেনের ছেলে আবুল হোছন (৪০), বাঁচা মিয়ার ছেলে সিরাজুল ইসলাম (২৭)।

জানা যায়, ২২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে সন্ধ্যা ৬ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে হ্নীলা জামাল মার্কেটের হোটেলে ডায়মন্ডের এক নিরাপদ কক্ষে ইয়াবা ক্রয় বিক্রয়কালে ওইসব ইয়াবাসহ তাদের আটক করা হয়। টেকনাফ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসে এক প্রেসব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ওইসব কথা জানিয়ে বলেন, তারা সবাই মিয়ানমারে চলমান সহিংসতায় এপারে পালিয়ে এসে লেদা অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন। পাশাপাশি সবাই বাংলাদেশ সরকারের বায়োমেট্রিকে নিবন্ধিত। আটককৃতরা জানিয়েছেন এইসব ইয়াবা হ্নীলা রঙ্গিখালী এলাকার শামসুল আলমের ছেলে মাহবুবের জন্য এনেছেন বলে জানান তিনি। ইয়াবা ও আটককৃতদের টেকনাফ থানায় সোপ করে মামলা রুজুর প্রক্রিয়া চলছে।

মাদক ব্যবসা করে যারা দেশ ও জাতির শত্রু তারা

রোহিঙ্গা সমস্যা ও মাদকাসক্তি ঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট

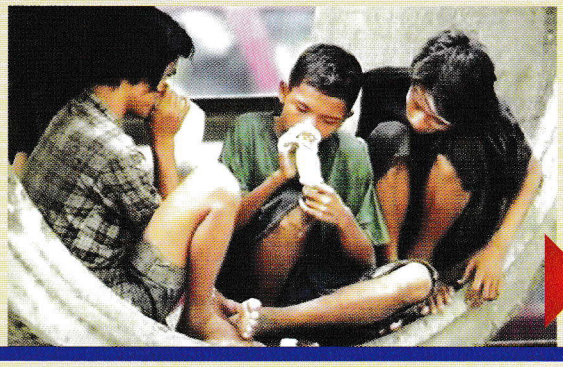

অধ্যাপক ড. অরূপ রতন চৌধুরী

মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা আসার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মরণ নেশা ইয়াবা চালান আসার ঘটনা সম্প্রতি বাড়ছে। বাংলাদেশে মাদকসেবীদের কাছে হেরোইন, ফেনসিডিলের চাইতে ইয়াবার চাহিদা এখন বেশি। এ কারণেই মিয়ানমার থেকে প্রতিদিন ইয়াবা চালান আসছে বাংলাদেশে। এজন্য ইয়াবা পাচার রোধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করার পরও কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না ইয়াবার চোরাচালান। মিয়ানমার থেকে প্রায় প্রতিদিনই অবৈধভাবে সীমান্ত দিয়ে সমুদ্র পথে ট্রলার ও নৌকাযোগে মরণ নেশা ইয়াবার চোরাচালান আসছে বাংলাদেশে। ইয়াবার ৯০ শতাংশই নাফ নদীর সাগরপথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সূত্র থেকে জানা যায়, প্রতি মাসে গড়ে ৩০ কোটি টাকার ইয়াবা চালান আসছে। প্রতিবছর ইয়াবার চালান আসছে সাড়ে তিন শতাধিক কোটি টাকার। বাংলাদেশ-মিয়ানমারে ২৭১ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ১৭২ কিলোমিটারই অরক্ষিত। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের ৪৩ পয়েন্ট দিয়ে বিভিন্ন কৌশলে ইয়াবা পাচার করা হচ্ছে। এর মধ্যে টেকনাফ ও শাহপরীর দ্বীপের মধ্যবর্তী ১৪ কিলোমিটার নাফ নদীর চ্যানেল এলাকা ইয়াবা পাচারের প্রধান রুট হিসেবে ব্যবহার করে চোরাচালানিরা। ইয়াবা চোরাচালানে ছোট নৌকা, ট্রলার মালবাহী ছোট জাহাজ ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন নাফ নদী পার হয়ে নৌযানে ইয়াবার চালান টেকনাফ, কক্সবাজার হয়ে সরাসরি রাজধানীতে চলে আসে। এছাড়া সীমান্তের অরক্ষিত এলাকা দিয়ে ইয়াবাসহ অস্ত্রের চালান আসছে। এই ইয়াবার চালান রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিনা বাধায় চলে যাচ্ছে।

ইয়াবার বড় একটি ট্রানজিট পয়েন্ট হচ্ছে চট্টগ্রাম। বৃহত্তর চট্টগ্রামে এমন কোনো দিন নাই যে ছোটখাটো ইয়াবা চালান ধরা পড়ছে না। এর পরে ইয়াবার চালান চলে যায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। বর্তমানে ইয়াবার চোরাচালান এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, এর একটি অংশ এখন বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও যাচ্ছে। মজার কথা হচ্ছে, এর সঙ্গে যারা গ্রেফতার হচ্ছে এরা মূলত ক্যারিয়ার। নেপথ্যেও গডফাদাররা বরাবরই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। ইয়াবা ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের নিয়ে সর্বশেষ তালিকা প্রণীত হয় ২০১৩ সালে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিচালিত এই তালিকায় রয়েছে ৭৬৪ ইয়াবা ব্যবসায়ীর নাম। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মিয়ানমার সীমান্তে ইয়াবার কারখানাগুলো ও ইয়াবা চোরাচালান বন্ধে মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার উদ্যোগ নেওয়ার পরও ইয়াবা বন্ধ হচ্ছে না।

মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার পাশাপাশি মিয়ানমার সীমান্তে গড়ে উঠা ৪৯ ইয়াবা তৈরির কারখানা ধ্বংস করে ইয়াবা পাচার বন্ধের প্রস্তাব দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। মিয়ানমারে গড়ে উঠা ৪৯ ইয়াবা কারখানা থেকে প্রতিদিন চোরাইপথে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে লাখ লাখ পিস ইয়াবা যার মূল্য কোটি কোটি টাকা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এখবর জানা গেছে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মিয়ানমারকে তাদের দেশের সীমান্ত এলাকায় গড়ে ওঠা ইয়াবা তৈরির কারখানার তালিকা দেয়া হয়। প্রদত্ত তালিকায় মিয়ানমারে ৪৫টি ইয়াবা কারখানার বিষয়ে তথ্য দেয় বাংলাদেশ। এর মধ্যে ৩৭ কারখানার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এসব কারখানায় ১৩ ধরনের ইয়াবা তৈরি হচ্ছে, যার বাজার বাংলাদেশে। প্রশাসনসহ কে না জানে কক্সবাজার অঞ্চলে ইয়াবা ব্যবসার নেপথ্যের গডফাদার কে বা কারা। কক্সবাজারের টেকনাফ, উখিয়া অঞ্চলে এ ব্যবসায় জড়িত হয়ে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাওয়ার সংখ্যাও কম নয়। বিলাসবহুল প্রাসাদ. গাড়িসহ বিত্তের পাহাড় গড়ে তোলার তথ্য রয়েছে প্রশাসনের কাছে। কিন্তু এদেরকে ধরা-ছোঁয়া যায় না।

সূত্রে জানা গেছে, ২০১৭ সালের উখিয়া নিউজ ডটকমে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী মিয়ানমারে গড়ে ওঠা ৪৯টি ইয়াবা কারখানা থেকে বাংলাদেশে আসছে ইয়াবা চোরাচালান। এজন্য বাংলাদেশেও গড়ে তোলা হয়েছে অন্তত অর্ধ শতাধিক ইয়াবা সিন্ডিকেট। ২০১৫ সালে একটি তালিকায় মিয়ানমারকে ৪৫ ইয়াবা কারখানার ব্যাপারে তথ্য দেয় বাংলাদেশ। কক্সবাজার, টেকনাফ, চট্টগ্রাম দিয়ে আসার পর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইয়াবার চালান ধরা পড়ে। চালানের সঙ্গে মিয়ানমারের অনেক নাগরিকও ধরা পড়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নাফ নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হলে ইয়াবার চালান আসা বন্ধ করতে পারেনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। মিয়ানমার থেকে টেকনাফ হয়ে শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গারাই নিয়ে আসছে ইয়াবার চালান। শরণার্থী শিবির থেকেই ইয়াবার চালান রাতের আঁধারে পাচার হচ্ছে এমন অভিযোগ রোহিঙ্গা তরুণদের বিরুদ্ধে রয়েছে।

বর্তমানে রোহিঙ্গা সমস্যার জন্য মাদক পাচার বাড়ছে

গত প্রায় দেড় মাস ধরে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণেই এবার দ্রুত সময়ের মধ্যে দেশের তরুণ সমাজের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ইয়াবা। বিগত দিনে কয়েক দফায় কক্সবাজার, টেকনাফ ও চট্টগ্রামে ইয়াবা চালান পাচারের ঘটনায় ৬ রোহিঙ্গাকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে অভিযানকারীদল। শরণার্থী ক্যাম্পে ইয়াবা মজুদের পর রোহিঙ্গা তরুণরা এসব সারাদেশে পাচারের জন্য চট্টগ্রাম হয়ে রাতের আঁধারে দেশের বিভিন্ন শহরে পাচার শুরু করেছে। টেকনাফ থেকে রোহিঙ্গা নামে যেসব শরণার্থী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে এদের সঙ্গে ইয়াবা চালানও আসছে বলে ধারণা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের। বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে প্রায় ৬শ' কোটি টাকার ইয়াবা উদ্ধার হয়েছে গত ৯ মাসে। এর মধ্যে গত দেড় মাসে শুধু রোহিঙ্গার নামে মিয়ানমার থেকে নির্যাতিত হিসেবে এদেশে অনুপ্রবেশকারী তরুণরাই ইয়াবা পাচারের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া পরিবার-পরিজনের সঙ্গে তারা ইয়াবা মজুদও করছে শরণার্থী ক্যাম্পে। প্রশ্ন উঠেছে, যদি এসব রোহিঙ্গা তরুণরা ইয়াবার মজুদ না করে থাকে তাহলে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানের মাসখানেক পর কীভাবে রোহিঙ্গারা টেকনাফ ও চট্টগ্রাম শহরে ধরা পড়েছে ইয়াবার চালানসহ। গত ৭ অক্টোবর ইয়াবাসহ ২ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। কোতোয়ালি থানা এলাকার স্টেশন রোডসংলগ্ন এলাকায় আবুল কাশেম ও রাজা মিয়াকে সন্দেহ হলে তাদের দেহ তল্লাশি করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৩ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত এসব ইয়াবার মূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। গত প্রায় এক মাস আগে তারা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। এরপর থেকে তারা টেকনাফের মোছনী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পরিচালিত এক অভিযানে দুই রোহিঙ্গা যুবককে গ্রেফতার করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। এরা সপ্তাহ খানেক আগেই উখিরিয়া বালুখালী ক্যাম্পে শরণার্থী হিসেবে অবস্থান নেয়। কিন্তু তারা মিয়ানমার থেকে আসার সময় ইয়াবা চালান নিয়ে আসে। পরে এসব ইয়াবা বিক্রির উদ্দেশ্য চট্টগ্রাম শহরের দিকে যাত্রা শুরু করে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গোয়েন্দা টিম চট্টগ্রামে অভিযান পরিচালনা করে এবং দুই রোহিঙ্গা তরুণকে আটক করে। তাদের দেহ তল্লাশি করে আড়াই হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এসব ইয়াবার আনুমানিক মূল্য প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গোয়েন্দা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, মাত্র সাতদিন আগে এই দুই রোহিঙ্গা তরুণ কক্সবাজারের উখিয়াস্থ বালুখালী ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল। মিয়ানমার থেকে আসার সময় তারা ইয়াবা নিয়ে আসে। এর আগে বিজিবির এক অভিযানে প্রায় ৫ লাখ ইয়াবা উদ্ধার হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ভোর ৫টার দিকে টেকনাফের নাজিরপাড়াস্থ কেওড়া বাগান থেকে ৬০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। কিন্তু এ সময় কোন ইয়াবা পাচারকারী আটক হয়নি। আরেকটি অভিযানে ২৩ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৩টার দিকে হ্নীলা এলাকার নেচার পার্ক নামক স্থানে অভিযান চালায় বিজিবি। ঐ সময় নাফ নদীর তীরে থাকা এক ডিঙ্গি নৌকা থেকে প্রায় ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করে। এসব ইয়াবার মূল্য প্রায় ৪০ কোটি টাকা। অভিযানের সময় ঐ নৌকায় ৮ রোহিঙ্গা ছিল।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি কক্সবাজারে বিশাল জনসভায় সুস্পষ্টভাবে ইয়াবা আগ্রাসন বন্ধে এবং এই অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এর পরও বন্ধ হচ্ছে না ইয়াবার পাচার।

রোহিঙ্গারা মাদকপাচার সহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে

জানা গেছে, বর্তমানের রাজধানীসহ সারাদেশে মোট ১১শ' মাদক আস্তানা রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে সীমান্তবর্তী কক্সবাজার, টেকনাফ, সাতক্ষীরা, বেনাপোল, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হালুয়াঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া ও কুমিল্লা সীমান্তে। মাদকদ্রব্যের মধ্যে সব চেয়ে বেশি প্রাধান্য সৃষ্টিকারী হচ্ছে ইয়াবা। তারপরে ফেনসিডিল ও গাঁজার অবস্থান।

সূত্র জানায়, দেশে বছরব্যাপীই ছিটেফোটা মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও ব্যবসায়ী আটক হলেও মাদকসেবীর সংখ্যা ও ব্যবসা কোনোটাই হ্রাস পাচ্ছে না। বরং দেশে ইয়াবার আগ্রাসন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ইয়াবা উৎপাদনকারী দেশ মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গা বিতাড়ন শুরুর পর থেকে ইয়াবার চালানে কিছুটা ভাটা পড়েছিল। কিন্তু হঠাৎ আবার তা বাড়তে শুরু করেছে।

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফে আশ্রিত রোহিঙ্গারা দিন দিন অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে। রোহিঙ্গাদের হামলার শিকার হচ্ছেন স্থানীয় সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশ, এনজিও কর্মকর্তা ও ত্রাণ সহায়তা দিতে আসা লোকজন। এ পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের হামলার শিকারে প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন। আর বিভিন্ন সময় আহত হয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তাসহ বেশ কয়েকজন।

মাদক পাচার ও মাদকাসক্তির কারণে একটি অংশ জড়িয়ে পড়ছে মানব পাচারের মতো জঘন্য অপরাধ কর্মের সঙ্গেও। ক্যাম্পে তাদের নিজেদের মধ্যেও বাড়ছে ঝগড়া-বিবাদ। গত ১৯ অক্টোবর ২০১৭ রোহিঙ্গা দুই সহোদরের ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নের আবু ছিদ্দিক। দুই দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে ২১ অক্টোবর মারা যান। এর আগে গত এক মাসে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে রোহিঙ্গার বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, কক্সবাজার, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা আটক, ত্রাণ দিতে গিয়ে স্থানীয় এনজিও মুক্তির কর্মকর্তা লাঞ্ছিত, রোহিঙ্গার হাতে উখিয়ার ব্যবসায়ী আহত হওয়ার তো অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। উখিয়ার কুতুপালং এলাকার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একে অপরের হামলায় এক রোহিঙ্গা খুন হয়। কুতুপালংয়ের একটি রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকার পার্শ্ববর্তী তেলপাড়া খাল থেকে এক অজ্ঞাত রোহিঙ্গার বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তাছাড়াও প্রায় প্রতিদিন উখিয়া ও টেকনাফের বিভন্ন ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকে।

(চলবে)